পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক ও ঠান্ডা যুদ্ধ (East-West Relations and Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিশ্বের দুই অতি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের যুদ্ধকালীন মিত্রতা ঠান্ডা যুদ্ধে (Cold war) পরিণত হয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বকে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে। পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ ক্রমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল সমস্যায় পরিণত হয়। তার ফলে সারা পৃথিবীতে নিরাপত্তা জোটের জাল বিস্তৃত হয়। ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা মাঝে মাঝে হ্রাস পেয়ে সাময়িক বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিশ্বের দ্বিমেরু ব্যবস্থার মধ্যে ফাটল দেখা যায় ও বহু শক্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হয়। এখন বিশ্বরাজনীতিকে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক না বলে বহুমেরুকেন্দ্রিক বলাই সঙ্গত। 1990-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে।

ঠান্ডা যুদ্ধ (Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে বিশেষ করে দুই অতি বৃহৎ শক্তির (Super powers) মধ্যে তীব্র শক্তিগত ও মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিবিরের মধ্যে সকল প্রকার বিরোধকেই ঠান্ডা যুদ্ধ রূপে অভিহিত করা হয়। অনেকের মতে ওয়াল্টার লিপম্যানই সর্বপ্রথম ঠান্ডা যুদ্ধ (cold war) শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি ঠান্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। 1947 সালে ঐ প্রবন্ধগুলির সংকলন এক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম ছিল "The Cold War : A Study in Foreign Policy". 1947 সালে মার্কিন কূটনীতিবিদ বার্নার্ড বারুচও ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকে ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 1955 সালের 18 ই জুলাই জেনিভায় রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী বুলগানিনও ঠান্ডা যুদ্ধ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁরা সকলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই এককথায় ঠান্ডা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে সশস্ত্র যুদ্ধ না হলেও যে তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল তাকেই বোঝায়। (It may be defined as a state of intensive competition, political, economic and ideological which yet falls below the threshold of armed conflict between western powers and Soviet block.)।[1]

ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়, বরং অস্বস্তিকর শান্তির অবস্থা বোঝায়। ওয়াল্টার রেমন্ডের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিকে বোঝায়। ঠান্ডা যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রকৃত যুদ্ধ না করে অত্যন্ত বিরোধিতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধ তাই যুদ্ধহীন যুদ্ধ। অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধকে গরম যুদ্ধের একটা স্তর হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়। ঠান্ডা যুদ্ধ হল যুদ্ধের একটা নতুন কৌশল। আর বার্নেট ঠান্ডা যুদ্ধকে গরম শান্তি বলে বর্ণনা করেছেন। জন কেনেডি ঠান্ডা যুদ্ধকে শক্ত ও তিক্ত শান্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

1. Peter Calvocoressi, *World Politics since* 1945, 6th edition, Longman, London and New York, 1991, p. 3.

Scanned with CamScanner

ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ (Causes of Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হলেও ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ বহু আগে থেকেই ইতিহাসে নিহিত ছিল। 1917 সালে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের জয় ও কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের তীব্র বিরোধ শুরু হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি রাশিয়াকে স্বীকৃতি দানে অসম্মত হয় ও 1933 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি জানায়। সোভিয়েত রাশিয়ার উপর জার্মান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করতে বাধ্য হয় ও আত্মরক্ষার তাগিদে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র পুরাতন অবিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিকগণ ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ হিসাবে কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে এবং পরেই পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব দেশের মধ্যে ছিল পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া। ঐসব দেশে রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রসারে পশ্চিমী শক্তিবর্গ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিস্ট-ভীতি

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স, ইতালি, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতা নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

Scanned with CamScanner

ইরান নিয়ে মতবিরোধ

ইরানে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মতপার্থক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপে রাশিয়া ইরান থেকে তার সৈন্যাপসারণে স্বীকৃত হয়। এই ঘটনায় রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে তীব্র সন্দেহ ও অবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়।

গ্রীস ও তুরস্কের ঘটনা

1945 সালে গ্রীসে সাধারণ নির্বাচনের পর বিজয়ী সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী গেরিলারা যুদ্ধ শুরু করে। তার ফলে গ্রীসে তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শীঘ্রই কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনী বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। গ্রেট ব্রিটেন এককভাবে আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের কাছে আবেদন জানান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান গ্রীসে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়।

1945-47 সালের তুরস্কের ঘটনাবলী পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ তীব্রতর করে তোলে।

যুদ্ধ শেষে রাশিয়া 1935 সালের কনভেনশন সংশোধন ও তুরস্কের পূর্বে অবস্থিত প্রদেশের উপর তার দাবি পেশ করে। রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের কাছাকাছি সব দেশের কাছে তার প্রণালী উন্মুক্ত রাখা ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে অবস্থিত নয় এমন দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থা ছাড়া ঐ প্রণালী দিয়ে যুদ্ধজাহাজ যাতায়াতের উপর নিষেধ জারি করার জন্য তুরস্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তুরস্ক রাশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তুরস্কের আবেদনে সাড়া দিয়ে তুরস্কে বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রেরণ করেন। তুরস্কে প্রেরিত মার্কিন সাহায্য পূর্ব-পশ্চিমের ঠান্ডা যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে। ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনার ক্ষেত্রে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যাও ছিল।

জার্মান সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান সমস্যা ছিল পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধের অন্যতম কারণ। যুদ্ধ শেষে জার্মানি দু'ভাগে বিভক্ত হল—পশ্চিম জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বার্লিনও দুভাগে বিভক্ত হয়। বার্লিন ব্লকেড ও 1948-49 সালের এয়ার লিফ্‌টের ঘটনা রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরোধকে তীব্র করে তুলেছিল।

শান্তিচুক্তি বিষয়ে মতবিরোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে চুক্তি বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা যায়। সান ফ্রান্সিসকো চুক্তি বিষয়ে রাশিয়া তীব্র আপত্তি জানায়। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গেও শান্তিচুক্তি বিষয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা যায়।

এইভাবে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রসার, ইরান, গ্রীস ও তুরস্কের সমস্যা,জার্মান সমস্যা ও শান্তিচুক্তি বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মতবিরোধ বিশ্বে পূর্ব ও পশ্চিম শিবিরের মধ্যে তীব্র ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা করেছিল। উভয় শিবিরের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠান্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব
(Impact of Cold War on International Politics)

- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতিতে জটিলতার সৃষ্টি করে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতা হ্রাস করেছিল। তার ফলে, রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সর্বত্র প্রসারিত হতে পারেনি। নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে কার্যকরী যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।
- ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য বিশ্বে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া—দুই অতি বৃহৎ শক্তিই বিপুল পরিমাণ পরিমাণু অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল। একটি সর্বাত্মক পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্ব ভীতসন্ত্রস্ত ছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে বিশ্বের অপর্যাপ্ত সম্পদকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরির কাজে নিযুক্ত করেছিল। তার ফলে, মানবসমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদা উপেক্ষিত ছিল। মানবসমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে ঠান্ডা যুদ্ধ ব্যাহত করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বে আতঙ্ক ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করে যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের আতঙ্ক ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই উন্নয়নশীল দেশগুলির বন্ধুত্ব ও সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যস্ত ছিল। তার ফলে, বিশ্বরাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে তার অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি।
- ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপ্রতিহত জয়যাত্রা সম্ভব হয়নি।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ঠান্ডা যুদ্ধ পৃথিবীকে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতিতে জটিলতার সৃষ্টি করে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতা হ্রাস করেছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধ বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছিল। তার ফলে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল।
- ঠান্ডা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের কারণ

1980-এর দশকের শেষ থেকে 1990-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়। লন্ডন শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে আটলান্টিক জোটভুক্ত দেশগুলো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের কারণ নিয়ে মতভেদ আছে।

1. অনেকের মতে আমেরিকা ও রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে। দুই শক্তিধর রাষ্ট্রই বুঝতে পেরেছিল যে আণবিক যুদ্ধ উভয়ের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। কেউই সে যুদ্ধে জয়লাভ করবে না।

Scanned with CamScanner

2. ঠান্ডাযুদ্ধের সময় সামরিক ও অস্ত্রসজ্জায় প্রচুর খরচ হয়েছিল। পরে উভয় রাষ্ট্রই বুঝতে পেরেছিল যে ঐভাবে অর্থ অপচয় করা অর্থহীন।

3. দুই শক্তিধর রাষ্ট্র বুঝেছিল যে Proxy war-এ জড়িয়ে পড়ে লাভ নেই। ঐ সব চিন্তাভাবনা করেই উভয় শিবির অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য এগিয়েছিল।

4. ইউরোপে কমিউনিজমের পতন ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এনেছিল।

বিভিন্ন কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের অবসান হয়। দীর্ঘমেয়াদী কারণের মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামোগত দুর্বলতা, আধুনিকীকরণের অক্ষমতা এবং গর্বাচেভের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন কর্ণধার মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য গ্লাসনস্ত (Glasnost) ও পেরেস্ত্রৈকা (Perestroika) নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। গ্লাসনস্তের মূল সূত্র হল—

1. সমালোচনার অধিকার দান,
2. প্রচার মাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস,
3. ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার।

এই সব ব্যবস্থা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে এল। প্রচার মাধ্যমের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে জনমতের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল।

গ্লাসনস্তের প্রভাবে কমিউনিস্ট দলের কর্তৃত্ব ও প্রভাব খর্ব হয়েছিল।

পেরেস্ত্রৈকার মূল নীতি ছিল—

1. নতুন আইনসভা গঠন (2/3 সদস্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে, অকমিউনিস্ট প্রার্থীরা নির্বাচিত হতে পারবে)।
2. Executive President পদ প্রবর্তন।
3. নতুন Enterprise আইনের প্রচলন—ঐ আইন অনুসারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোকে উৎপাদিত দ্রব্যের এক অংশ খোলাবাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

1987 সালে গর্বাচেভ ব্যক্তিগত খামার ও ব্যবসায়িক সমবায় সমিতিগুলোকে আইনগত স্বীকৃতি দিলেন।

1989 সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন এল, কমিউনিস্ট দলের বহু প্রার্থী পরাজিত হল। 1989 সালের মে মাসে আইনসভার আলোচনায় স্বাধীনভাবে বিতর্ক হয়েছিল। 1989 সালে কমিউনিস্ট দলের প্রভাবশালী ভূমিকার অবসান হল।

1991 সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। সোভিয়েত রাশিয়া ও 15টি অন্যান্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হল।

পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন

পূর্ব ইউরোপে বার্লিন প্রাচীরের পতনের (নভেম্বর, 1989) সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের পতন শুরু হয়। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের কয়েকটি কারণ ছিল।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে চার দশক ধরে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নতুন নয়। 1956 সালে হাঙ্গেরিতে ও পোল্যান্ডে, 1968 সালে চেকোশ্লোভাকিয়াতে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোভিয়েত নেতারা পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাতীয় আভ্যন্তরীণ পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা সোভিয়েত শিবিরের অখণ্ডতা ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাতীয় বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন।

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার Demonstration effect ছিল সুদূরপ্রসারী। 1985 সালের পর ইউরোপের কমিউনিস্ট নেতারা সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত হাতিয়ার হারিয়ে ফেলেছিলেন। আগে ঐ হাতিয়ারের দ্বারা তাঁরা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। গর্বাচেভের ঘোষিত নতুন নীতি দুটি বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

1988 সালে হাঙ্গেরিতে বিরোধী দল কমিউনিস্ট নেতা Janos Kadar-কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। 1989 সালের জানুয়ারিতে হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট স্বাধীন দলগুলিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুমতি দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

1989 সালের সেপ্টেম্বরে হাঙ্গেরি পূর্ব জার্মানির উদ্বাস্তুদের অস্ট্রিয়ার সীমানা অতিক্রম করে চলাচলের অনুমতি দিয়েছিল। 1989 সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

1989 সালের নভেম্বরে চেকোশ্লোভাকিয়া তার সীমান্ত খুলে দিয়ে পূর্ব জার্মানির জনগণকে পশ্চিম জার্মানিতে যাবার সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানি থেকে এত লোক পশ্চিম জার্মানিতে চলে যেতে শুরু করেছিল যে পূর্ব জার্মানির সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে বার্লিন ভেঙে দিয়েছিল।

1989 সালের 10 ই নভেম্বর বুলগেরিয়াতে কমিউনিস্ট দল পদত্যাগ করেছিল।

24 শে নভেম্বর, 1989 চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা পদত্যাগ করেছিল।

6 ই ডিসেম্বর, 1989 পূর্ব জার্মান সরকার পদত্যাগ করেছিল।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কারের ধারা উপর থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক পরিবর্তনের গণভিত্তি তৈরি ছিল। তার ফলে অতি দ্রুত সমগ্র পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন হয়েছিল।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, 1980-র দশক থেকে কমিউনিস্ট শিবির তুলনামূলকভাবে অনেক অসুবিধায় পড়েছিল। তার জন্যই পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণ কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছিল।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- ❑ 1980-এর দশকের শেষে বিভিন্ন কারণে বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে।
- ❑ রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ দায়ী।
- ❑ আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী ও কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী কারণ বর্তমান।

Scanned with CamScanner